এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ১৫, সাপ্তাহিক ১২ জুলাই ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 12 July. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 15, Rs. 2

শিলিগুড়ির গবেষকের তত্ত্বে নতুন আলোড়ন ! আমেরিকান জার্নাল থেকে মার্কিন কোম্পানির প্রযুক্তি;নতুন আশার ইঙ্গিত ?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির এক গবেষকের ৩৪ পাতার গবেষণাপত্র কি পৌঁছে গেল আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানমহলে?

২০২০ সালে আমেরিকার একটি আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত সেই গবেষণার সঙ্গে কি মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে একটি মার্কিন কোম্পানির আধুনিক সেলুলার নিউট্রিশন প্রযুক্তিতে?গবেষকের দাবি, তাঁর বহু বছরের তত্ত্বকে কাজে লাগিয়েই তৈরি হয়েছে নতুন প্রযুক্তি।

যদিও এই দাবি এখনও স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাই হয়নি, তবুও বিষয়টি ঘিরে শুরু হয়েছে ব্যাপক কৌতূহল।

শিলিগুড়ির হায়দরপাড়ার বাসিন্দা, বিশিষ্ট কবি ও গবেষক নির্মলেন্দু দাসের বহু বছরের গবেষণা নতুন করে আলোচনায় এসেছে। ২০২০ সালে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক গবেষণা সাময়িকী গ্লোবাল জার্নাল অফ সায়েন্স ফ্রন্টিয়ার রিসার্চ -এ তাঁর ৩৪ পাতার গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গবেষকদের কাজের পাশাপাশি এই জার্নালে স্থান পায় নির্মলেন্দু দাসের গবেষণাপত্র, যার শিরোনাম; ওন্ডার ফাইন্ডিংস অফ নাম্বার অফ সেলস ইন এ বডি ইনক্লুডিং সেক্সুয়াল সেলস,রিমেডি অফ করোনা ভাইরাস, ইনক্রিস অফ মেমোরি এন্ড আদার সেলস বাই কাপল সিস্টেম ।

গবেষণাপত্রে নির্মলেন্দু দাস মানবদেহের কোষ নিয়ে একটি নতুন তাত্ত্বিক ধারণা বা হাইপোথিসিস তুলে ধরেছেন, যার নাম কাপল সিস্টেম । তাঁর মতে, শরীরের বিভিন্ন কোষ একটি নির্দিষ্ট গাণিতিক ভারসাম্য ও পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে কাজ করে। এই ভারসাম্য বজায় থাকলে শরীর সুস্থ থাকে, আর ভারসাম্য নষ্ট হলেই নানা ধরনের অসুস্থতা দেখা দিতে পারে।

তাঁর গবেষণায় আরও দাবি করা হয়েছে, এই কোষগত সম্পর্ক বা ভারসাম্যকে গভীরভাবে বোঝা গেলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি, বিভিন্ন রোগের কারণ বিশ্লেষণ, এমনকি করোনা ভাইরাস সম্পর্কেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হতে পারে। তবে গবেষণাপত্রে বর্ণিত এই ধারণা এখনও একটি নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব , যা মূলধারার চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বা প্রমাণিত চিকিৎসাপদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত নয়।

অন্যদিকে সম্প্রতি মার্কিন সংস্থা একটি সংস্থা তাদের সেলুলার নিউট্রিশন প্রযুক্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে আলোচনা তৈরি করেছে। সংস্থার দাবি, এই প্রযুক্তি শুধুমাত্র ভিটামিন সরবরাহ করে না; বরং কোষের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে সক্রিয় রাখতে সহায়তা করে, শরীরের প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে সাহায্য করে এবং কোষের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পরিষ্কার করার প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। এতে রেসভেরাট্রল, কারকিউমিন, কোয়ারসেটিন ও অলিভ ফ্রুট এক্সট্র্যাক্টের মতো উপাদান ব্যবহারের কথাও জানানো হয়েছে। তবে এগুলি খাদ্য-পরিপূরক ওষুধ নয়।

বুধবার শিলিগুড়ির হায়দরপাড়ার বাড়িতে বসে নির্মলেন্দু দাস জানান, মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি প্রথম এই তত্ত্বের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে সেটিকে আরও বিস্তৃত করেন। তাঁর কথায়, ক্ষ্মআমরা হাঁটি, দেখি, কাজ করি;সবকিছুতেই একটি ভারসাম্য কাজ করে। সেই ভারসাম্য নষ্ট হলেই সমস্যা তৈরি হয়। ঠিক তেমনভাবেই শরীরের প্রতিটি কোষেরও একটি গাণিতিক ভারসাম্য রয়েছে। যদি সেই ভারসাম্য বজায় রাখার উপায় বের করা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে বহু রোগের চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে।ক্ষ্ম

নির্মলেন্দু দাস আরও দাবি করেন, তাঁর গবেষণার মূল ভাবনাকে কাজে লাগিয়েই আমেরিকার একটি সংস্থা সাম্প্রতিক সময়ে যুগান্তকারী প্রযুক্তি দিয়ে ওষুধ তৈরি করেছে। তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই ওই সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন। তবে এই দাবির স্বাধীন বৈজ্ঞানিক যাচাই এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।

যদি ভবিষ্যতে তাঁর দাবি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গবেষণার সঙ্গে ওই প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রমাণিত হয়, তাহলে শিলিগুড়ির এই গবেষকের মৌলিক কাজ আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানমহলে বিশেষ স্বীকৃতি পেতে পারে বলেই মনে করছেন তিনি।

বর্তমানে নানা শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও নির্মলেন্দু দাস তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই গবেষণা শেষ পর্যন্ত কতটা বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি পায়, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

পুরীর ছোঁয়ায় সেজে উঠছে ইসকন শিলিগুড়ি, রথযাত্রায় নজর কাড়বে ঐতিহ্যবাহী আলপনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রথযাত্রার আগে পুরীর ঐতিহ্য এবার ধরা দেবে শিলিগুড়িতেও। ভগবান জগন্নাথের আগমনী উৎসবকে ঘিরে ইসকন শিলিগুড়িতে তৈরি হচ্ছে অনন্য আলপনা। প্রতিটি রেখা ও নকশায় ফুটে উঠবে ভক্তি, ঐতিহ্য এবং আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব মেলবন্ধন। রথযাত্রাকে সামনে রেখে পুরীর শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যের অনুকরণে বিশেষ আলপনায় সেজে উঠছে ইসকন শিলিগুড়ি। ভগবান জগন্নাথের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদনের প্রতীক হিসেবে মন্দির প্রাঙ্গণে তৈরি করা হচ্ছে এই ঐতিহ্যবাহী আলপনা, যা রথযাত্রার আবহকে আরও পবিত্র ও আধ্যাত্মিক করে তুলবে। ইসকন শিলিগুড়ির জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস জানান, স্নানযাত্রার পর ভগবান জগন্নাথের অনাবসর লীলা সম্পন্ন হবে। এরপর তিনি নবযৌবন রূপ ধারণ করবেন। রথযাত্রার একদিন আগে মন্দিরের পাট খুলে ভক্তদের সেই নবযৌবন রূপ দর্শনের সুযোগ দেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, রথযাত্রার দিন মন্দির প্রাঙ্গণজুড়ে থাকবে বিশাল আকৃতির ঐতিহ্যবাহী আলপনা। সেই পবিত্র আলপনার ওপর দিয়েই পান্ডুন্দি বিজয় শোভাযাত্রার মাধ্যমে ভগবান জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে রথে আরোহন করানো হবে। আলপনার প্রতিটি রেখা, নকশা ও অলংকরণে ফুটে উঠবে ভক্তির গভীর আবেগ এবং পুরীর চিরন্তন ঐতিহ্যের ছাপ। ইসকনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই বিশেষ আলপনা শুধু শৈল্পিক সৌন্দর্যের নিদর্শন নয়, বরং রথযাত্রার পবিত্রতা, ভগবানের আগমনী উৎসব এবং ভক্তদের আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে আরও গভীর করে তুলবে। পুরীর ঐতিহ্যকে শিলিগুড়ির বুকে তুলে ধরার এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়িয়ে তুলেছে।

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

ধর্ষণ প্রতিরোধে শৈশব থেকেই নৈতিক শিক্ষার জাগরণ

ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ কেবল কঠোর আইন করলেই নির্মূল হবে না; এর জন্য প্রয়োজন সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন। সেই পরিবর্তনের শুরু হতে হবে শৈশব থেকেই। পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজকে একসঙ্গে শিশুদের নৈতিক শিক্ষা, মানবিক মূল্যবোধ, নারীর প্রতি সম্মান ও সহমর্মিতা শেখাতে হবে।

একই সঙ্গে সমাজে ভালো কাজকে স্বীকৃতি দেওয়ার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। ইতিবাচক কাজ যত বেশি সামনে আসবে, ততই নতুন প্রজন্ম সঠিক পথের অনুপ্রেরণা পাবে। মাদকাসক্তি, অশালীনতা ও সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর সামাজিক অবস্থানও জরুরি।

আজকের ছেলেমেয়েদের মানসিক চাপ, বিভ্রান্তি ও সম্পর্কের জটিলতা মোকাবিলায় নিয়মিত কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা সময়ের দাবি। সুস্থ চিন্তা, নৈতিক শিক্ষা, ইতিবাচক পরিবেশ এবং দায়িত্বশীল সামাজিক উদ্যোগ;এই চারটি স্তম্ভই পারে ধর্ষণমুক্ত, নিরাপদ ও মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ফলের স্বাদে পুষ্টির পাঠ, সততার শিক্ষা;অভিনব উদ্যোগ মাতঙ্গিনী শিশু নিকেতনে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ফাস্ট ফুডের আকর্ষণে যখন অনেক শিশু ফল ও শাকসবজি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, ঠিক তখনই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিল হাতিয়াডাঙার মাতঙ্গিনী শিশু নিকেতন। ফলের পুষ্টিগুণের সঙ্গে শিশুদের শেখানো হল সততা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের পাঠ। অভিনব এই 'ফল উৎসব'-এ মুগ্ধ অভিভাবক ও অতিথিরা।

শিশুদের সুস্থ জীবনযাপন, সুষম খাদ্যাভ্যাস এবং নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে গত ৪ জুলাই হাতিয়াডাঙার ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন মাতঙ্গিনী শিশু নিকেতন-এ আয়োজন করা হয় এক ব্যতিক্রমী 'ফল উৎসব, ২০২৬'। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জীব কুমার দাস জানান, বর্তমান সময়ে ফাস্ট ফুড, মোমো ও চাউমিনের প্রতি শিশুদের অতিরিক্ত ঝোঁকের ফলে তারা ধীরে ধীরে ফল ও শাকসবজির গুরুত্ব ভুলে যাচ্ছে। অনেক শিশুই বিভিন্ন ফল সম্পর্কে সঠিকভাবে জানে না। সেই কারণেই শিশুদের কাছে ফলের পুষ্টিগুণ ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে এই বিশেষ আয়োজন করা হয়।

উৎসব উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ক্ষুদে পড়ুয়ারা বিভিন্ন মরশুমি ফলের প্রদর্শনী করে এবং ফল সম্পর্কে নিজেদের জ্ঞানও তুলে ধরে। আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ফল বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা, যেখানে অংশ নিয়ে শিশুরা আনন্দের মধ্য দিয়ে ফলের পরিচয় ও পুষ্টিগুণ সম্পর্কে নতুন করে জানতে পারে।

তবে শুধু স্বাস্থ্য সচেতনতা নয়, এই অনুষ্ঠানে শিশুদের মধ্যে সততা, দায়িত্ববোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, যে সব শিক্ষার্থী সততার পরিচয় দিয়ে অন্যের হারানো পেন্সিল, রাবার বা অন্যান্য সামগ্রী নিজের কাছে না রেখে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে, তাদের এই সুন্দর মানসিকতাকে সম্মান জানাতে ১৫ জন পড়ুয়াকে 'মাতঙ্গিনী রত্ন' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ছোটবেলা থেকেই শিশুদের মনে 'অন্যের জিনিস নিজের নয়';এই মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রয়াসকেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদ ডা. জয়শ্রী জানা, বানীমন্দির হাইস্কুলের শরীর শিক্ষার শিক্ষক সুদীপ্ত জানা, হাতিয়াডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য আদুরী বালা বিশ্বাস, দিলীপ রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম অধিকারী-সহ অন্যান্য অতিথিরা। অতিথিরা শিশুদের উদ্দেশে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, ফল ও শাকসবজির গুরুত্ব এবং সুন্দর চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।অনুষ্ঠান সুন্দর ভাবে সঞ্চালনা করেন স্কুলের শিক্ষিকা সুস্মিতা সাহা এবং স্কুলের কর্নধার সঞ্জীব কুমার দাস।

ফলের প্রতি ভালোবাসা, সুস্থ জীবনযাপনের বার্তা এবং সততার মতো মানবিক গুণাবলির বিকাশ;এই তিনটি বিষয়কে একসূত্রে গেঁথে মাতঙ্গিনী শিশু নিকেতনের 'ফল উৎসব,২০২৬' হয়ে উঠল এক অনন্য ও শিক্ষণীয় আয়োজন। উপস্থিত অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারাও এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

দেশ আগে, নিজে পরে ৯৭-এও অনন্য মাখনলাল সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ তাঁকে এক ঝলক দেখতেই ভিড়। কেউ সেলফি তুলতে ব্যস্ত, কেউ আবার দু'হাত জোড় করে প্রণাম করছেন। অথচ ৯৭ বছরের এই প্রবীণ মানুষটির মুখে বারবার একটাই কথা--দেশের কথা সবাই ভেবো। কারণ দেশ সবার আগে। সাদামাটা জীবন, কঠোর শৃঙ্খলা, অটুট দেশপ্রেম আর বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি; আজও সেই মূল্যবোধের জীবন্ত প্রতীক শিলিগুড়ির মাখনলাল সরকার। ৯৭ বছর বয়সেও যেন বয়সকে হার মানিয়েছেন শিলিগুড়ির সূর্যনগরের বাসিন্দা মাখ নলাল সরকার। শরীরের ক্লান্তি যেন তাঁকে ছুঁতেই পারেনি। প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে নিয়মিত হাঁটাহাঁটি দিয়ে দিনের সূচনা করেন। দুপুরের খাবার সেরে নেন দুপুর একটা থেকে দেড়টার মধ্যে, আর রাত দশটার মধ্যেই ঘুম। পরিমিত খাদ্যাভ্যাস ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনই তাঁর সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতার মূল রহস্য বলে মনে করেন পরিবারের সদস্যরা।

এই শৃঙ্খলার শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রশিক্ষণ পর্বে। সেই সময় বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে মহানন্দা সেতু, আবার দার্জিলিং মোড় থেকে রংটং পর্যন্ত দীর্ঘ দৌড় ছিল তাঁদের নিত্যদিনের অনুশীলনের অংশ। সেই অনুশীলনের সময়ই ঘটেছিল কয়েকটি রোমহর্ষক ঘটনা। একদিন ভোরে মহানন্দা সেতুর কাছে ডাকাতদল পালিয়ে যাওয়ার সময় তিনি ও তাঁর এক সহযোদ্ধা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে মহানন্দা নদীতে ঝাঁপ দেন। সাঁতরে গিয়ে সশস্ত্র ডাকাতদের আটকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। আবার অন্য একদিন দার্জিলিং মোড় এলাকায় দৌড়ানোর সময়ও একদল দুষ্কৃতীকে আটক করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। অথচ এসব ঘটনার কোনও প্রচার তিনি কখনও চাননি। নীরবে, নিঃস্বার্থভাবে দেশসেবাকেই তিনি জীবনের প্রধান ব্রত করে নিয়েছিলেন।

সম্ভবত সেই কারণেই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, সংসদ সদস্য ও রাজনীতিবিদ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তাঁর ঐতিহাসিক কাশ্মীর সফরে তরুণ মাখ নলাল সরকারকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তবে সফরের আগে তিনি শুধু একটি কথাই বলেছিলেন; তুমি আগে তোমার মায়ের অনুমতি নিয়ে এসো। মায়ের সম্মতি নিয়েই তিনি সেই ঐতিহাসিক সফরের সঙ্গী হন।

আগামী ৬ জুলাই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখ র্জির ১২৫তম জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যজুড়ে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে। কলকাতায় আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছেন মাখনলাল সরকারও।

এর আগেও পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর পা স্পর্শ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেই দৃশ্য দেশজুড়ে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। কলকাতা থেকে শিলিগুড়িতে ফেরার পর থেকেই তাঁর বাড়িতে যেন মানুষের ঢল নেমেছে। ফুল, মালা, শুভেচ্ছা আর অভিনন্দনে প্রতিদিন ভরে উঠছে সূর্যনগরের বাড়ি। পরিবারের সদস্যরা অতিথিদের সামলাতেই ব্যস্ত। অথচ ৯৭ বছরের প্রবীণ এই মানুষটি সকলকে হাসিমুখে স্বাগত জানিয়ে চলেছেন।

শনিবার খবরের ঘন্টা-র মুখোমুখি হয়ে বর্তমানের এই প্রবীণ বিজেপি নেতা আজকের রাজনীতিতে দুর্নীতি ও অবক্ষয়ের প্রসঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, রাজনীতিতে দুর্নীতি কমাতে হলে রাজনীতি করা মানুষের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং দেশপ্রেম বৃদ্ধি করতে হবে।

তাঁর বিশ্বাস, সততা, আদর্শ এবং দেশপ্রেমকে সামনে রেখে নিরলস কাজ করলে তার মূল্য একদিন না একদিন অবশ্যই মানুষ দেয়। দীর্ঘদিন নানা রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমবঙ্গে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির অবদান যথাযথ মর্যাদা পায়নি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে ইতিহাস নিজের বিচার নিজেই করে। ১৯৫১ সালে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জনসংঘ পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং আজ সেই দলই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় রয়েছে।

আজ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আর নেই, কিন্তু তাঁর সফরসঙ্গী মাখনলাল সরকার এখনও জীবন্ত ইতিহাস হয়ে মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই তাঁকে একনজর দেখতে প্রতিদিন ভিড় বাড়ছে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শ্রদ্ধা নিবেদনের পর তাঁকে নিয়ে মানুষের কৌতূহল ও আগ্রহ আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইতিমধ্যেই কলকাতার এক অধ্যাপক তাঁর জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে উচ্চমানের তথ্যচিত্র নির্মাণের প্রস্তুতি শুরু করেছেন। একটি পূর্ণাঙ্গ টিম নিয়ে তাঁরা শিলিগুড়িতে এসে তথ্য সংগ্রহ করছেন।

রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রে থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আজও অত্যন্ত সাধারণ। নিজের কাজ নিজেই করেন। গামছা পরে স্নান করা থেকে শুরু করে মাথায় নিজে নারকেল তেল মাখা; সবই নিজের হাতে। অহংকার, কটূক্তি, পরনিন্দা কিংবা প্রচারের মোহ; কোনও কিছুরই স্থান নেই তাঁর জীবনে।

পরিবারের দাবি, প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তপন শিকদার তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত সুবিধার কথা না ভেবে তিনি সেই প্রস্তাবও বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নাম কিংবা আরএসএসের পরিচয় ব্যবহার করে ব্যক্তিগত সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা আদায়ের কোনও চেষ্টা তিনি বা তাঁর পরিবার কখনও করেননি। বরং সততা, আদর্শ, দেশপ্রেম এবং কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণের জীবনই তাঁকে আজও আলাদা মর্যাদা এনে দিয়েছে।

এই বয়সেও প্রয়োজনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কাজে সারাদিন ফলমূল খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারেন তিনি। তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি আজও বিস্মিত করে অনেককে।

এমন এক বিরল ব্যক্তিত্বকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা এবং তাঁর পরিবারের জন্য বিশেষ পেনশনের ব্যবস্থা করার দাবিও এখন বিভিন্ন মহল থেকে জোরালোভাবে উঠতে শুরু করেছে।

প্রতিবেদন বাপি ঘোষ, খবরের ঘন্টা।

রোড সেফটির পাঠে সুনাগরিক গড়ার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শুধু বইয়ের পড়াশোনা নয়, জীবনের শিক্ষাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আজকের একজন সচেতন ছাত্রই আগামী দিনের দায়িত্বশীল নাগরিক। আর সেই লক্ষ্যেই বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির বাইরে পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিল বিধাননগরের মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল। ছাত্রছাত্রীদের সুশিক্ষিত ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে নানা ধরনের উদ্যোগ নিয়ে চলেছে শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগরে অবস্থিত মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল। শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সচেতনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম।

সেই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় রোড সেফটি বা পথ নিরাপত্তা বিষয়ক একটি বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মশালা। ইয়ং ইন্ডিয়া, শিলিগুড়ি চ্যাপ্টার-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার গুরুত্ব, নিরাপদভাবে মোটরসাইকেল চালানোর নিয়ম, হেলমেট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা, ট্রাফিক সিগন্যালের তাৎপর্য এবং একজন সচেতন পথচারী হিসেবে কীভাবে চলাফেরা করতে হয়, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম এই উদ্যোগের জন্য ইয়ং ইন্ডিয়া, শিলিগুড়ি চ্যাপ্টারের সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল করাই নয়, ছাত্রছাত্রীরা যাতে আগামী দিনে দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক হিসেবে সমাজ ও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে, সেই লক্ষ্য নিয়েই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

অন্যদিকে ইয়ং ইন্ডিয়া, শিলিগুড়ি চ্যাপ্টারের প্রতিনিধিরাও প্রধান শিক্ষক সামসুল আলমের প্রশংসা করে বলেন, আন্তরিক ইচ্ছাশক্তি, সঠিক পরিকল্পনা ও নিষ্ঠা থাকলে একটি সরকারি বিদ্যালয়ও মান ও পরিবেশের দিক থেকে যে অনেক বেসরকারি বিদ্যালয়ের সমকক্ষ, এমনকি তার থেকেও উন্নত হতে পারে, তার উজ্জ্বল উদাহরণ মুরালীগঞ্জ হাইস্কুল ও তার প্রধান শিক্ষক।

ক্যান্সার যোদ্ধাদের পাশে ৭ বছরের নায়োমি, দান করল ১২ ইঞ্চি চুল

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মাত্র ৭ বছর বয়স। অথচ এই ছোট্ট শিশুর মানবিকতার পাঠ অনেক বড়দেরও অনুপ্রাণিত করবে। নিজের সৌন্দর্যের অংশ হিসেবে পরিচিত ১২ ইঞ্চি লম্বা চুল কেটে ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর উদ্যোগ নিল কোচবিহারের নায়োমি পাল। মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল কোচবিহারের দক্ষিণ খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা, মাত্র সাত বছরের শিশু নায়োমি পাল। বাবা বিশ্বজিৎ পাল ও মা দেবযানী পালের একমাত্র কন্যা নায়োমির দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের জন্য নিজের চুল দান করার। অবশেষে সেই স্বপ্নই বাস্তবে রূপ পেল।

মঙ্গলবার কোচবিহারের একটি সেলুনে পরিবারের উপস্থিতিতে নায়োমি নিজের মাথার প্রায় ১২ ইঞ্চি লম্বা চুল কেটে আস্থা ফাউন্ডেশন-এর সদস্যদের হাতে তুলে দেয়। এর আগে নায়োমির বাবা বিশ্বজিৎ পাল সংগঠনের সদস্য শংকর রায়-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে এই উদ্যোগের ব্যবস্থা করেন। চুল দানের সময় নায়োমির পাশে ছিলেন তাঁর বাবা-মা। ছোট্ট মেয়ের এই মহৎ সিদ্ধান্তে আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আস্থা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে নায়োমিকে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। পাশাপাশি তাকে একটি স্মারক, মানপত্র, চকলেট এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়, তার মানবিক উদ্যোগের স্বীকৃতিস্বরূপ।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নায়োমির দান করা এই মূল্যবান চুল বোম্বে ক্যান্সার ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের জন্য উইগ তৈরির কাজে পাঠানো হবে, যাতে চিকিৎসার ফলে চুল হারানো রোগীরা নতুন আত্মবিশ্বাস ফিরে পান।

নায়োমির এই উদ্যোগে গর্বিত তাঁর পরিবার। বাবা বিশ্বজিৎ পাল বলেন, মেয়ের এই সুন্দর কাজ সফল করতে আস্থা ফাউন্ডেশনের সদস্যরা আন্তরিকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের এই সহায়তার জন্য পরিবার কৃতজ্ঞ।

মাত্র সাত বছরের এক শিশুর এই নিঃস্বার্থ মানবিক উদ্যোগ আবারও প্রমাণ করল; মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বয়স নয়, দরকার শুধু একটি বড় হৃদয়।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধূ নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে , যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখ ছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

আমাদের অঙ্গীকার

সংবাদপত্র শুধু খবর দেয় না, দিকনির্দেশও দেয়।
আমাদের অঙ্গীকার--
সত্যপ্রকাশ ,
সমাজের গঠনমূলক খবর তুলে ধরা ,
তরুন প্রজন্মকে অনুপ্রানিত করা,
স্থানীয় প্রতিভাকে সামনে আনা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি ইতিবাচক সংবাদ অনেক সময় একটি পরিবারের মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি সঠিক তথ্য একজন নাগরিককে সচেতন করে তুলতে পারে।

খবরের ঘন্টা থাকবে মানুষের পাশে--সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে

বাপি ঘোষ
সম্পাদক , খবরের ঘন্টা

রক্তদানে মানবতার বার্তা, মৃন্ময়ীর প্রতিষ্ঠা দিবসে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মানুষের জীবন বাঁচাতে এগিয়ে এলেন একঝাঁক স্বেচ্ছাসেবী। প্রতিষ্ঠা দিবসকে শুধু উদযাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে রক্তদানের মাধ্যমে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার অনন্য নজির গড়ল 'মৃন্ময়ী সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংস্থা'। শিলিগুড়িতে আয়োজিত এই শিবিরে সংগ্রহ করা হলো ২০ ইউনিট রক্ত, যা তুলে দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় রোগীদের স্বার্থে।

অষ্টম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রবিবার, ৫ জুলাই, শিলিগুড়ির অরবিন্দ পল্লিস্থ অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব প্রাঙ্গণে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে মৃন্ময়ী সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংস্থা। এই উদ্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব এবং শিলিগুড়ি জনকল্যাণ।

শিবির থেকে মোট ২০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়, যা শিলিগুড়ি তরাই লায়ন্স ক্লাব-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দীপ্ত কর্মকার।

সংস্থার সভাপতি নবনীতা নন্দী পাল জানান, প্রতিষ্ঠা দিবসকে সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উদযাপন করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও মানবকল্যাণে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মূদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, whatsapp : 9641859567 Vol. 10 Issue 15

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)